গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
সীমান্ত -১ শাখা

উপকূলীয় জলসীমায় ফিশিং বোট/ট্রলারসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা ও ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম/ট্রাকিং এর আওতায় সকল জলযানে নেভিগেশন ইকুইপমেন্ট ও যোগাযোগ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: মো: মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ সিনিয়র সচিব
তারিখ	: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩
সময়	: সকাল ১০.৩০ টা
স্থান	: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিতি: পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি জানান যে, বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমায় বিপুল সংখ্যক বানিজ্যিক জাহাজ (ফিশিং ট্রলার), যান্ত্রিক ও কাঠের তৈরী ইঞ্জিন চালিত নৌকা মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকে। প্রতি বছর গড়ে ১৩৫০ জন বা তার অধিক জেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বিরূপ আবহাওয়ায় বা সমুদ্রের অবস্থা (Sea State) বুঝতে না পারায় বা সামুদ্রিক জলদস্যুতার (Maritime Piracy) শিকার হয়ে প্রাণ হারান। আবার মৎস্য আহরণকারী অনেক জলযান আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে প্রতিবেশী দেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে এবং সে সকল দেশের কোস্ট গার্ডের হাতে আটক হয়ে দীর্ঘ দিন কারা ভোগসহ বন্দী জীবনযাপন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল জলযানের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স প্রদানকালে জিপিএস ও ভিএইচএফ সেটসহ নিরাপত্তা ও নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্ট থাকা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ সভা আহ্বান করা হয়েছে।

০২. অত:পর জনাব মো: ফিরোজ উদ্দিন খলিফা, যুগ্মসচিব (সীমান্ত অধিশাখা) সভায় উপস্থিত সকলকে জানান যে, সমুদ্রগামী বাংলাদেশী ফিশিং বোট/ ট্রলারসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম সংক্রান্ত অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সমুদ্রসীমায় এখতিয়াভুক্ত সকল সমুদ্রগামী বাংলাদেশী ফিশিং বোট/ট্রলারসমূহ ট্রেকিং/মনিটরিং করার জন্য বোট/ট্রলারসমূহের রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স প্রদানকালে জিপিএস (GPS), এইচএফ (HF), ভিএইচএফ (VHF), এআইএস (AIS), জিএসএম (GSM) ইত্যাদি সেট থাকা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৩. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন ফাইজউদ্দিন বলেন, বিভিন্ন সময়ে উপকূলীয় বা সমুদ্রগামী বাংলাদেশী ফিশিং বোট/ ট্রলারসমূহ বিরূপ আবহাওয়ায় পতিত হয়ে হারিয়ে যায় বা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা পার হয়ে ভূলক্রমে প্রতিবেশী দেশসমূহের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করে। উল্লেখ্য যে, সমুদ্রে দস্যুতাসহ অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৫ সালে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় ভারতীয় কোস্ট গার্ড ২৫.১০.২০২২ তারিখ ঘুর্ণিঝড় সিত্রাং এর কারণে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ০২টি বাংলাদেশী মাছ ধরার নৌকা ২৪ জন জেলেসহ ভারতীয় International Maritime Boundary Line (IMBL) এর ভিতরে চলে যায় এবং ভারতীয় কোস্ট গার্ড Maritime Patrol Aircraft (MPA) এর মাধ্যমে সনাক্ত করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করে। তিনি আরো বলেন যে, সমুদ্রগামী বাংলাদেশী ফিশিং বোট/ট্রলারসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বোটসমূহের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর কেবিন টপে লেখা হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর MPA / Helicopter দ্বারা এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক MPA/ Helicopter ক্রয় করা হলে ফিশিং বোটসমূহ দ্রুত শনাক্ত ও প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন দূর্ঘটনা কবলিত বোটসমূহ তাৎক্ষনিক খুজে বের করা এবং উদ্ধার করা সহজ হবে। এছাড়া দুর্যোগে পতিত বোটসমূহকে দ্রুততার সাথে সনাক্তকরণ এবং উদ্ধারের লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী দেশ (ভারতের ন্যায়) Distress Alert Transmitter (DAT) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

০৪. মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project (SCMFP) এর DPD ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম বলেন যে, Vessel Monitoring System আওতায় তিন ধরনের নৌযান রয়েছে (বানিজ্যিক নৌযান, যান্ত্রিক নৌযান এবং Artisanal Fishing Vessel)। তবে কোন নৌযান ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া সমুদ্রে চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয় না মর্মে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন যে, চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় একটি Fishing Vessel Monitoring System স্থাপন করা হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক ভিত্তিক GSM এর মাধ্যমে সমুদ্র উপকূল থেকে ৩০-৫০ কি: মি: দুরত্বের নৌযানসমূহ ট্রেকিং/ মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এর আওতায় ৮৫০০ মাছ ধরা নৌযানে পাইলটিং এর আওতায় আনা হবে। গ্রামীন ফোন নেটওয়ার্কের আওতা/টাওয়ারের উচ্চতা বাড়িয়ে তা উপকূল থেকে ৬০ কি:মি: পর্যন্ত জলযানসমূহ ট্রেকিং/মনিটরিং করা সম্ভব হবে। তার এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল মাছ ধরা নৌযানসমূহ ৭/৮ দিন সমুদ্রে অবস্থান করে এবং উপকূল থেকে ১৫০ কি:মি: দূরত্বে অবস্থানরত জলযানসমূহকে AIS এর মাধ্যমে ট্রেকিং/মনিটরিং করা সম্ভব হবে। সভাপতি মহোদয় AIS-এ GSM পদ্ধতি সংযোগ স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

০৫. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব সুরাইয়া পারভীন শেলী, যুগ্মসচিব বলেন যে, সমুদ্রগামী বানিজ্যিক জাহাজসমূহ ট্রেকিং/ মনিটরিং করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে মর্মে জানিয়েছে। এ প্রকল্পের সাথে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত SCMFP কে প্রযুক্তিগতভাবে সমন্বয় করা গেলে আরও কার্যকরভাবে সমুদ্রে মাছ ধরা সকল জলযানকে ট্রেকিং/মনিটরিং এর আওতায় আনা সহজ হবে মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন।

০৬. সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক. মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project (SCMFP) এর কারিগরী দল ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের আইটি বিশেজ্ঞগণের সমন্বয়ে যুগ্মসচিব (সীমান্ত অধিশাখা) সভা করবেন।

খ. উক্ত কমিটি আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদনসহ একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করবেন।

০৭. সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-২১.০৯.২০২৩
মো: মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সীমান্ত-৩ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৮.১১.০০২.১৪- ৯৯৭ তারিখ : ২৪.০৯.২০২৩।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়).

০১. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষন: জনাব সুরাইয়া পারভীন শেলী, যুগ্মসচিব)।
০২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষন: ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুহু ছবুর, যুগ্মসচিব)।
০৩. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষন: মো: আসিব আহসান, যুগ্মসচিব)।
০৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৫. অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
০৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষন: এম বেদারুল ইসলাম মাসুম, উপ-সহকারী পরিচালক)।
০৭. নৌ সচিব, নৌ সচিবালয়, নৌবাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা।
০৮. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
০৯. সিনিয়র সিষ্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১০. অফিস কপি

২৪/০৯/২০২৩
শেখ ছালেহ আহাম্মদ
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ২২৩৩৫৭২৬৮
email: border3@mhapsd.gov.bd